সেপ্টেম্বর ২০১৪, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ২০১৩

ড. মোজাফফর আহমদ

ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস

> বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিধি অনেক বড় হয়েছে।

মোঃ আনোয়ারুল আমীন
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল আমীন। তিনি ১৯৬৮ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন। ১৯৬৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর চাকরি করেন। ছন্দে ছন্দে কথা বলে নিজে আনন্দ পান ও সবাইকে আনন্দ দিতে ভালোবাসেন তিনি। সাহিত্য অনুরাগী মোঃ আনোয়ারুল আমীন ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ৬৭ বছর বয়সী এই কর্মকর্তা কথা বলেন পরিক্রমা টিমের সাথে।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

আপনার অবসর জীবন কিভাবে উপভোগ করছেন ?

অবসর জীবনে পরিবারকে বেশি সময় দিচ্ছি। আমার স্ত্রী অসুস্থ, এজন্য তাকে একটু বেশি যত্ন নিতে হয়। তাই স্ত্রীর পাশেই বেশি থাকি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মেয়ে একটি বেসরকারি ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা। দুজনই বিবাহিত।

ব্যাংকে আপনার কর্মময় জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

প্রশাসন, কৃষি ঋণ, ব্যাংকিং কন্ট্রোল, কৃষি ঋণ পরিদর্শন, বৈদেশিক মুদ্রা ও ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে আমি কাজ করেছি। মরহুম এস. এ. কবীর, মরহুম সুলতান আহমেদ মোল্লা, এম. এ. মজিদ খান, মরহুম বি.এ. খান, মোঃ আতাউল হক, কে. পি. ধর, তৌফিক আহমদ চৌধুরীসহ সকল সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে আমার হৃদয়।

'অধিকোষে তিনবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি'– মোঃ আনোয়ারুল আমীন

ছন্দে ছন্দে কথা বলার জন্য আপনি বেশ পরিচিত। তো এই ছন্দময় কথা বলে আপনি কেমন আনন্দ পান ?

'কথায় যদি থাকে কিছু ছন্দ, তাতে শ্রোতারা পায় বেশ আনন্দ'। আমার বরাবরই মনে হয়েছে কথা যদি ছন্দ মিলিয়ে বলা যায় তাতে মানুষ বেশ আনন্দ পায়। মাঝে মাঝে কর্মকর্তাদের বিদায় অনুষ্ঠানে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতাম। সবাই খুবই উপভোগ করতো। আমি যখন অধিকোষের সভাপতি ছিলাম চেষ্টা করতাম সব কথা ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে বলার। আসলে মানুষকে আনন্দ দেয়ার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে।

আপনি তো অধিকোষ সংগঠনের সাথে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। সংগঠনটির শুরুর দিকের কিছু কথা জানতে চাই।

আমি সাহিত্য সংগঠন অধিকোষে তিনবার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। অধিকোষ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। শুরুর দিকে সংগঠনটি ছোট ছিল। আমরা যারা বসতাম নিয়ম করেই বসতাম। পরবর্তীতে অনেকে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা সময় বের করে নিয়মিত আড্ডা দিতাম।

আপনি কি মনে করেন তখনকার সময়ের তুলনায় সাহিত্যের চর্চাটা কমেছে ?

আমি মনে করি না যে সাহিত্য চর্চা কমেছে। বর্তমানে সাহিত্যে অনেক সৃজনশীলতা যুক্ত হয়েছে। সাহিত্য অনুরাগীর সংখ্যাও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমায় ভালো ভালো লেখা আসছে আর পরিক্রমার মানও ভালো হয়েছে। এমনকি ব্যাংকের অন্য প্রকাশনাতেও অনেক গঠনমূলক লেখা আসছে।

আপনার সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক আর বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে কোন্ পরিবর্তনটা আপনার চোখে বেশি পড়ে ?

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিধি অনেক বড় হয়েছে। নতুন নতুন বিভাগও পর্যায়ক্রমে হয়েছে। এটা খুবই ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি ঘোষণা

তারল্যস্ফীতি কমিয়ে ও বৈদেশিক ঋণপ্রাপ্তি সহজ করে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৪) মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই মুদ্রানীতিকে সতর্ক ও বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬.৫ শতাংশ আর ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.৯ শতাংশ। এবার রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৫ শতাংশ আর ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৬ শতাংশ। ভোক্তামূল্যস্ফীতি পরিমিত ও স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি এই মুদ্রানীতি মুদ্রা ও পুঁজিবাজার সহায়ক করা হয়েছে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৬ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা ও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. হাসান জামানসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ঋণ ও আর্থিক বাজারের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা, সুষ্ঠুতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জানুয়ারি-জুন ২০১৪ এর মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা কার্যক্রমগুলোর বিভিন্ন দিকে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৩ সালের শেষার্ধে প্রাক-নির্বাচনকালীন লাগাতার অবরোধ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ঋণ পুনঃতফসিলকরণ নীতিমালায় সাময়িকভাবে আনা নমনীয়তা জুন ২০১৪ নাগাদ শেষ হয়েছে। বেসিক ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রকৃত অবস্থার আলোকে এসব ব্যাংকের ঋণ প্রবৃদ্ধিতে বিভিন্ন মাত্রায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। মুদ্রা বাজারে টাকা তারল্যের যোগান সুলভতর হয়ে ট্রেজারি বিল-বন্ড নিলামের চাহিদা জোরালোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাজার তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রাইভেট ইক্যুইটি অর্থায়নের যোগান সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসসি) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধি-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করছে। কৃষক ও বিত্তহীনদের জন্য ১০ টাকা নামমাত্র জমায় খোলা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যাংক হিসাবধারীর মধ্যে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোগ অর্থায়নে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান মুদ্রানীতি ঘোষণা করছেন

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক স্মৃতিসৌধে এবং ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল আলম সখার পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের যুগ্ম মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মেদ ভূঞা, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দেলোয়ার হোসাইন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সভাপতি মোঃ জুলহাস মিয়া, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহম্মদ হোসেন প্রমুখ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শাহাদৎ বরণকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সেলিম মিয়া।

জাতীয় শোক দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গণভোজ বিতরণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে কখনোই আলাদা করা যাবে না। যারা বঙ্গবন্ধুকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করেছে তারা অমানুষ, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা। খুনিদের বিচারকার্য শুরু হয়েছে, বাকিদেরও বিচার সম্পন্ন হবে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ২০১৪-১৫

ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য চলতি অর্থবছরে ১৫৫৫০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬.৫৪ শতাংশ বেশি। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান নির্ধারণী পদ্ধতি ক্যামেলস্ রেটিংয়ের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বিতরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২১ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে চলতি অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা অনুষ্ঠানে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথি

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর জন্য ৯১৪০ কোটি টাকা ও বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য ৬৪১০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে ব্যাংকগুলো মোট ১৬০৩৬.৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১০৯.৮৮ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, এবারের নীতিমালায় কৃষি ও পল্লি ঋণের আওতা বাড়ানো, পল্লি এলাকায় কৃষি ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে কৃষক ও সাধারণ মানুষকে ব্যাংকমুখী করা, ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাবধারী কৃষকদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সুবিধা, কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, আলু-পেঁয়াজসহ পচনশীল ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, আমদানি নির্ভর মসলা জাতীয় ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান, উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি, জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবসহিষ্ণু জাতের ফসল চাষ এসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গভর্নর আরও বলেন, গত পাঁচ বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় ১০ শতাংশ কমানোর ক্ষেত্রেও কৃষি উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য ও নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ যোগান, দেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের সামগ্রিক অবদান বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী জানান, কৃষি ঋণ বিতরণের ফলে বিগত কয়েক বছরে কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে কৃষি ঋণের অবদান বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি এজন্য কৃষি ও পল্লি ঋণের জন্য আলাদা সেল ও শাখা খোলাসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত করার মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা অর্জনের আহ্বান জানান।

কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

'বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন ঃ সাম্প্রতিক উদ্যোগমালা' শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ২২ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের মহাব্যবস্থাপকসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের মহাব্যবস্থাপক এস, এম, রবিউল হাসান।

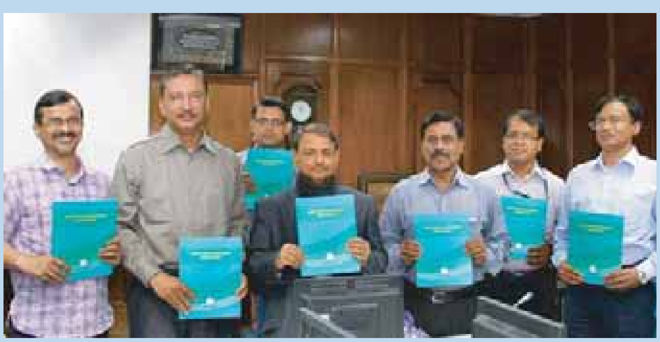

প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তা

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান অনুষ্ঠানে বলেন, ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাপী বিশেষত আমেরিকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পতনের মূলে ছিল আর্থিক খাতে সঠিক তদারকির ঘাটতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আমাদের দেশে এর কোন প্রভাব পড়েনি। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মনিটরিং টুলস্ যেমন-তারল্য পরিমাপকের নতুন নির্দেশক, ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট, কুইক রিভিউ রিপোর্ট, ক্যামেলস্ রেটিং, বৃহদাংক ঋণ সফট্ওয়্যার ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিষয়ও তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের অবহিত করেন।

নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান তার বক্তৃতায় সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে উদ্ঘাটিত বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন ও অন-সাইট পরিদর্শনের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অফ-সাইট সুপারভিশনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন মনিটরিং টুলসের কার্যকারিতা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন।

An analysis of recent slow-moving credit flows শীর্ষক Presentation

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের উদ্যোগে ১০ জুলাই ২০১৪ প্রধান কার্যালয়ে An analysis of recent slow-moving credit flows শীর্ষক Presentation অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিআরপিডি'র যুগ্ম পরিচালক মোঃ বায়েজীদ সরকার গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন। এতে চলমান মন্থর ঋণপ্রবাহ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভের বিনিয়োগ এবং

গবেষণাপত্র উপস্থাপন অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তা

বিপরীতভাবে বেসরকারি পর্যায়ে বিদেশি উৎস হতে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি সহ সামগ্রিকভাবে ঋণ প্রবাহের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিসমূহের পর্যালোচনা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও গবেষণাপত্রে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক তারল্য পরিস্থিতি, ঋণ প্রবাহ, ঋণমান, রিজার্ভ পরিস্থিতি, বৈদেশিক ঋণ প্রবাহ প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি এসবের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের (macroeconomic indicators) পর্যালোচনাভিত্তিক বিশ্লেষণ পেশ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার ২০১৪ এর আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা ৮-২৪ জুন ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। মহাব্যবস্থাপক কে. এম. আবদুল ওয়াদুদ আর. কে. মিশন রোডস্থ ব্যাংক ক্লাব মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এবং প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন। এবারের প্রতিযোগিতায় ৭টি দল অংশ গ্রহণ করে। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রানার্স আপ হয় হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং ৩য় স্থান লাভ করে ক্যাশ বিভাগ দল। ক্যাশ বিভাগের আব্দুস সামাদ সর্বোচ্চ ৬টি গোল করেন।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

বিবিটিএ ও VAMNICOM, ভারতের মধ্যে MoU স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী এবং VAMNICOM (Vaikuntha Mehta National Institute of Cooperative Management), পুনে, ভারতের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য ১২ জুলাই ২০১৪ একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিবিটিএ'র পক্ষে মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার এবং VAMNICOM এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ডাইরেক্টর সঞ্জীব পাটজোশি, আইপিএস, আইজি MoUতে স্বাক্ষর করেন। পুনেতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, VAMNICOM ক্যাম্পাসে অবস্থিত CICTAB এর সাথে বিবিটিএ ইতিপূর্বে Agricultural Finance and Rural Development বিষয়ে তিনটি আন্তর্জাতিক কোর্স সম্পন্ন করেছে।

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের নতুন কমিটি

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকার নির্বাচন ১৩ আগস্ট ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়।

ফলাফল অনুযায়ী নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হলেন- মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান মোল্লা, সভাপতি; এইচ এম দেলোয়ার হোসাইন, সহসভাপতি; মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান (রাজিব), সহসভাপতি, মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক; মোঃ হাসিম ইকবাল, সহসাধারণ সম্পাদক; জয়নাল আবেদীন, সহসাধারণ সম্পাদক; এস. এম. আব্দুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ; মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক; মোঃ আতিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক; সৈয়দ জিয়াউর রহমান, দপ্তর সম্পাদক। সদস্যরা হলেন- গোলাম মোস্তফা (শ্রাবণ), মোঃ ইমরান খান, মোঃ সাইফুল ইসলাম, মোঃ তহিদুল ইসলাম ও মোঃ শহীদুল্লাহ্ আকন্দ।

ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতির নতুন পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকার ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন ২৮ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচিত পরিষদের সদস্যরা হলেন- মোঃ ইসরাফিল খাঁন, সভাপতি; এস.এম নুরুল ইসলাম, সহসভাপতি; মোঃ আমানুল হক ভূঞা,

ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতির নতুন ব্যবস্থাপনা পরিষদ

সম্পাদক; মোঃ জিকরুল মিয়া, যুগ্মসম্পাদক, মোঃ আবুল হোসেন-৯, কোষাধ্যক্ষ। সদস্যরা হলেন-মোঃ নুরুজ্জামান, মোঃ আব্দুল করিম, জাকির হোসেন, মোঃ ছবির আহম্মেদ।

খুলনা অফিস

নির্বাহী পরিচালকের বিদায় সংবর্ধনা

খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিমের প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে ৬ আগস্ট ২০১৪ অফিসের পক্ষ থেকে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অফিসের কনফারেন্স রুমে মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও ব্যাংকের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী অতিথি তার বক্তব্যে কাজের গতিশীলতা আনার পরামর্শ দেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পাদন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী বিদায়ী অতিথির হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

৭ আগস্ট স্থানীয় ব্যাংকার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালককে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক ও ব্যাংকার্স ক্লাবের নতুন সভাপতি মনোজ কান্তি বৈরাগী। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি ও সভাপতি ছাড়াও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল আলম ও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

ব্যাংক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ২৫ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত

পুরস্কার প্রদান করছেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম

প্রতিযোগিতা-২০১৪ এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যাংক ক্লাবের পক্ষ থেকে অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

মহান স্বাধীনতা দিবস, ২০১৪ উপলক্ষে দেশাত্মবোধক গান, সাধারণ জ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২৩ জুন ২০১৪ খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনা আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চের নকশাবর্ধন

খুলনা অফিসের দৃষ্টিনন্দন মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে সম্প্রতি নকশাবর্ধনের মাধ্যমে আনা হয়েছে আরও নান্দনিকতা ও অর্থবহতার ছোঁয়া। প্রথম পর্যায়ে মঞ্চের মূল বেদির ওপর স্থাপিত লাল-সবুজ স্তম্ভটির ডান পাশে

বীরশ্রেষ্ঠদের নামের ফলক উন্মোচন করেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম

স্থাপন করা হয়েছে স্বাধীনতার মহান রূপকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিকৃতি।

এপ্রিল ২০১৪ মাসে খুলনা সফরের সময় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। আর সর্বশেষ লাল-সবুজ স্তম্ভটির বাম পাশে স্থাপন করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাত বীরশ্রেষ্ঠর নামের ফলক।

২৩ জুন ২০১৪ বীরশ্রেষ্ঠদের নামের ফলকটি উন্মোচন করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনার নেতৃবৃন্দসহ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া অফিস

কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের আওতাধীন ২৫টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুইদিন ব্যাপী On-Line Foreign Exchange Transactions Reporting শীর্ষক কর্মশালা ১৮-১৯ জুন ২০১৪ বগুড়া অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম অফিস) মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্মপরিচালক নাদিরা আকতার। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ৩৮ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।

মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক) মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের দ্বিমাসিক সভা ১৭ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম অফিস) মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। বগুড়া অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি ও স্থানীয় আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক অর্থ লেনদেন বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিকাশের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের ব্যাপারে এজেন্টদের আরও বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে সদস্যবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিকাশ এজেন্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারেও সভায় আলোচনা করা হয়।

রংপুর অফিস

নতুন কার্যকরী পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, রংপুরের ২০১৪-২০১৫ মেয়াদের নতুন কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ২২ জুলাই ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫টি পদের মধ্যে নীল দল মনোনীত পরিষদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ১১টি পদে জয়লাভ করে, হলুদ দল জয়ী হয় বাকি ৪টি পদে। সভাপতি পদে মোঃ লুৎফর রহমান, উপপরিচালক এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ আলমগীর, উপপরিচালক নির্বাচিত হন। রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম নবনির্বাচিত পরিষদকে স্বাগত জানিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নতুন চিন্তাধারায় ক্লাব পরিচালনার আহবান জানান।

ময়মনসিংহ অফিস

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফোরামের ঈদমেলা

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের সহযোগিতায় ও জেলা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে ১৩-২৭ জুলাই ২০১৪ ময়মনসিংহ টাউন হল মাঠে এক ঈদমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের ২৫টি স্টল অংশ নেয়। ময়মনসিংহ অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এ মেলা পরিদর্শন করেন। মেলা প্রসঙ্গে উপমহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

এ ধরনের ঈদমেলা উৎসাহী ও উদ্যমী নারী উদ্যোক্তাদেরকে ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক অসামর্থ্য দূর করে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে সাহসী করে তুলবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বরিশাল অফিস

অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সম্প্রতি অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে তিনদিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ এ প্রশিক্ষণ দেয়। ১৩ আগস্ট ২০১৪ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডাইরেক্টরেট কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র প্রদান করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) স্বপন কুমার দাশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপব্যবস্থাপক নন্দ দুলাল সাহা।

এ অনুষ্ঠানে উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, প্রাণ শঙ্কর দত্ত, এ. কে. এম. গোলাম মুস্তাফা, মোঃ আবুল বাশার-১ ও কে. এম. মোস্তাফিজুল কবির উপস্থিত ছিলেন।

মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী সনদপত্র বিতরণ করছেন

স্মার্ট ব্যাংকিং
ঝুঁকি, সতর্কতা ও সম্ভাবনা

সরদার আল এমরান

আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। ব্যাংকিং জগতেও প্রযুক্তির ব্যবহার পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি ইলেকট্রনিক জগতে আমরা প্রায়শই 'স্মার্ট' ইংরেজি শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই; শুনতে পাই। যেমন- স্মার্ট কার্ড, স্মার্ট মোবাইল, স্মার্টফোন, স্মার্ট ট্যাবলেট ইত্যাদি। একইভাবে স্মার্ট বিজনেস সল্যুশন, স্মার্ট কমিউনিকেশন্স সিস্টেম এ টার্মগুলো ব্যবহৃত হয়। এ টার্মগুলো বিশেষ অর্থে, বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়। ব্যাংকিং সেক্টরেও আমরা স্মার্ট ব্যাংকিং কথাটি শুনি। স্মার্ট ব্যাংকিং বলতে সহজ কথায় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিং বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং সিস্টেমকে বুঝে থাকি যেখানে ব্যাংকে সশরীরে না গিয়ে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সহযোগিতায় ইন্টারনেট সংযোজনের মাধ্যমে ব্যাংকিং বা নগদ লেনদেন করা সম্ভব হয়। মোবাইল ব্যাংকিং হচ্ছে স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের একটি আধুনিক সংস্করণ। এখন একটি কার্ড বা একটি মোবাইল বা একটি নম্বর হোম ব্যাংকিং করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং আমাদের লাইফ স্টাইলকে করে তুলেছে দারুণ স্মার্ট। তাই এখনকার স্লোগান হচ্ছে- আমার মোবাইল, আমার ব্যাংক, আমার সিদ্ধান্ত।

স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের ডিভাইস বা চ্যানেলসমূহ

নিম্নে বর্ণিত ডিভাইস বা চ্যানেলের মাধ্যমে স্মার্ট ব্যাংকিং করা হয় :

১. ব্যাংক শাখা, ২. অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), ৩. পয়েন্ট অব সেল (পস মেশিন) ৪. ইন্টারনেট, ৫. সুইফট্ মেশিন, ৬. ব্যাচ (বিএসিএইচ), ৭. ন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম ৮. কিয়স্ক, ৯. মোবাইল ফোন, পিসি ইত্যাদি।

স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের প্রডাক্টসমূহ

১. ডেবিট কার্ড, ২. ক্রেডিট কার্ড ৩. চার্জ কার্ড, ৪. প্রি-পেইড কার্ড, ৫. ভিসা কার্ড, ৬. মাস্টার কার্ড, ৭. বিকাশ অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি।

স্মার্ট ব্যাংকিং করার সুবিধাসমূহ

ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের অন্যতম সুবিধা হচ্ছে, এক্ষেত্রে ব্যাংকের অপারেশনাল খরচ কম হয়; শাখা নির্মাণ বা অন্যান্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ব্যয়ে সাশ্রয় হয়; আবার মানব সম্পদ খাতেও ব্যয় কম হয়। স্মার্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় গ্রাহকের দ্বারে দ্বারে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়াতে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে, অপারেশনাল ব্যয় কমছে আর পক্ষান্তরে ব্যাংকের অপারেশনাল আয় বাড়ছে। অন্যদিকে গ্রাহকগণ সহজে, স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে নানা রকম ব্যাংকিং সেবা যেমন- বিল পেমেন্ট, ফান্ড ট্রান্সফার, কেনাবেচা, স্থিতি সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করতে পারছে।

নিচের 'ক' চিত্রের সাহায্যে মোবাইল বা স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের সার্ভিস বা সুবিধাগুলো দেখানো হলো।

শুধু তাই নয়, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কাস্টমারকে যেতে হতো ব্যাংকে; আর এখন স্মার্ট ব্যাংকিং করতে ব্যাংক যাচ্ছে কাস্টমারের কাছে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকিং সময় ছিল নির্ধারিত, আর স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের সময় ২৪x৭x৩৬৫ ঘণ্টা অর্থাৎ সর্বক্ষণ।

স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের ঝুঁকি বা বিড়ম্বনাসমূহ

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লক্ষ্য করি, যে ব্যক্তি বা বস্তু যত বেশি উপকার করার ক্ষমতা রাখে সেই ব্যক্তি বা বস্তু তত বেশি ক্ষতি করার শক্তি রাখে। যেমন- বিদ্যুৎ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইত্যাদি। সতর্কতার সাথে ব্যবহার করে এদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হয়। স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও একই সূত্র প্রযোজ্য। স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি নানাবিধ ঝুঁকি, সমস্যা, বিড়ম্বনা রয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চেক জালিয়াতি, স্বাক্ষর জালিয়াতি হতো, টাকা ছিনতাই ও চুরির ঘটনা ঘটতো যা ছিল দৃশ্যমান ও নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্মার্ট ব্যাংকিংয়ে জাল-জালিয়াতি, আর্থিক কেলেংকারি অদৃশ্যমান যা হাতের কাছে বসে বা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসে ঘটানো সম্ভব। এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে। যেমন - একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি না করে ৪২ মিলিয়ন রিটেইল অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের স্থিতি থেকে কেবল দশমিকের পরের ডিজিটগুলোকে রাউন্ড করে ২.১০ কোটি মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করা হয়েছে। সাইবার ক্রিমিনাল বা আইটি এক্সপার্টদের সহযোগিতায় এসব সম্ভব। অল্প শিক্ষিত সাধারণ গ্রাহকদের তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় ও সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার কারণে তাদেরকে নানা রকম হয়রানি, বিড়ম্বনা ও ক্ষতির শিকার

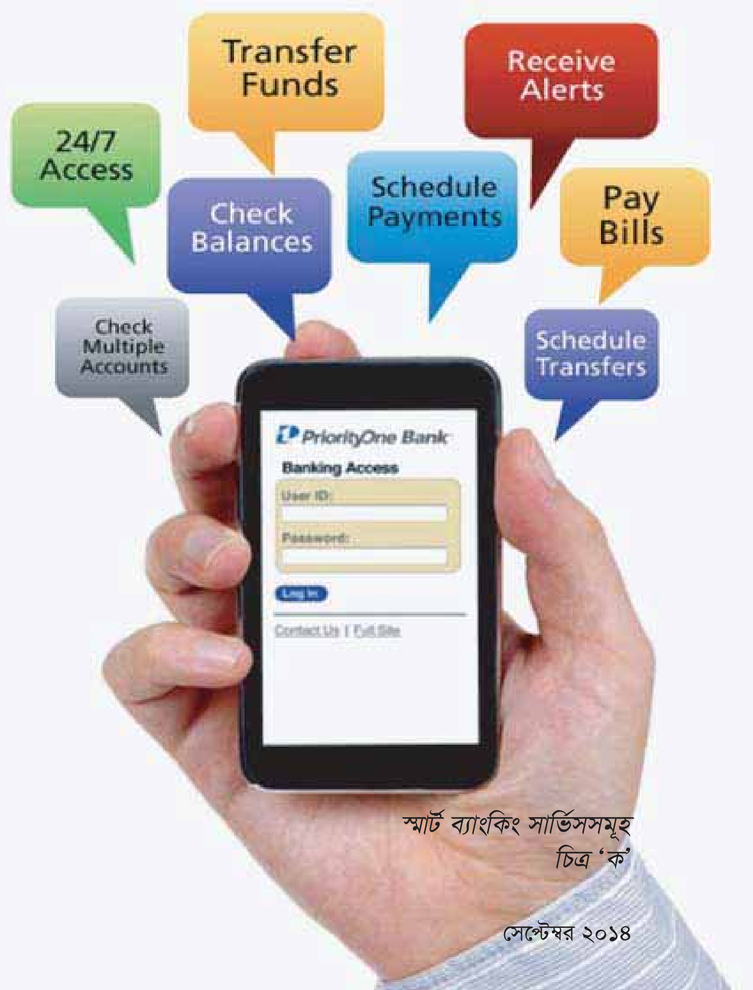

স্মার্ট ব্যাংকিং সার্ভিসসমূহ
চিত্র 'ক'

হতে হয়।

সাইবার ক্রাইম

নেটওয়ার্ক প্রফেশনাল বা সাইবার ক্রাইম সিন্ডিকেট নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করে গ্রাহকগণের গোপন তথ্য (যেমন-পাসওয়ার্ড, ইউজার আইডি, অ্যাকাউন্ট নম্বর, কার্ড নম্বর ইত্যাদি) সংগ্রহ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা ধ্বংস করার মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল সাইবার ক্রাইম করে থাকে।

উল্লেখযোগ্য সাইবার ক্রাইমের কৌশলসমূহ

১. Hacking, ২.Phising/smishing, ৩. Pharming, ৪.Skimming or Cloning ৫. Sniffing ৬. Spoofing, ৭. Spamming, ৮. Cyber Stalking ৯. Key Stroke logging, ১০. Malware (Virus, Worm, Trojan horse, Spyware, Ransomware ইত্যাদি)

এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে বাধাগ্রস্ত করে, সুপরিচিত ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া ই-মেইল প্রেরণ করে, নানা রকম লিংকড বা ভুয়া ওয়েব সাইটে রিডাইরেক্ট করে, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের স্লটে স্কিমার নামক ডিভাইস বসিয়ে কার্ডের তথ্য স্ক্যান করে এবং ইন্টারনেট বা ই-মেইল বা মোবাইলের মাধ্যমে কাউকে নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সাইবার ক্রাইম করা হয়।

স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সতর্কতা

সাইবার ক্রাইমের ভয়ে নন্দলালের মতো ব্যাংকিং সেক্টরের হাত গুটিয়ে বসে থাকা বা গ্রাহকের ব্যাংক সেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এমনতো হতে পারে না। এজন্য নিরাপদ ব্যাংকিং সেবার জন্য ব্যাংক ও গ্রাহক উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্মার্ট ব্যাংকিং করার সময় সাধারণ গ্রাহকদের জন্য কিছু সতর্কতা বা পন্থা নিম্নে দেয়া হলো।

১. পাসওয়ার্ড পলিসি -
   - ক. কমপক্ষে আট ডিজিটের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা।
   - খ. অক্ষর, সাংকেতিক চিহ্ন ও ডিজিটের সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করা।
   - গ. লাইসেন্স নম্বর, টেলিফোন নম্বর, জন্ম তারিখ, পাসপোর্ট নম্বর, ধারাবাহিক নম্বর, বর্ণ, নাম বা কোন অর্থপূর্ণ শব্দ পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার না করা।

২. সকল অ্যাপ্লিকেশন আপডেট রাখা (অ্যান্টি ভাইরাসসহ)।
৩. পাবলিক প্লেসে বা অন্যের পিসিতে অনলাইন ব্যাংকিং না করা।
৪. অনলাইনে লেনদেনকালে পিসি/মোবাইলের কাছে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকা।
৫. নিয়মিত ব্যাংক স্থিতি পরীক্ষা করা।

স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সতর্কতা

১. আইসিটি গাইডলাইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিপালন করা।
২. Three Factors Authenticity নিশ্চিত করা।
৩. সাইবার সিকিউরিটি/ডাটা এনক্রিপশন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা

প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ন্যায় স্মার্ট ব্যাংকিংয়ে নানাবিধ ঝুঁকি, সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও সাধারণ জনগণ বা গ্রাহকগণ অতি অল্পসময়ে অল্পখরচে হাতের নাগালে ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছে। তাই সাধারণ জনগণের মধ্যে স্মার্ট ব্যাংকিং, বিশেষ করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এছাড়া যতই ই-কমার্সের অগ্রযাত্রা হচ্ছে ততই স্মার্ট ব্যাংকিংয়ের চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ছে। অন্যদিকে স্কুল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের যাত্রাও শুরু হয়েছে যা স্মার্ট ব্যাংকিংকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ১৩% (প্রায়) লোকের ব্যাংক হিসাব রয়েছে অর্থাৎ এখনো ৮৭% জনগণ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস থেকে বঞ্চিত (Financial excluded)। একটি পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া গেছে - ডিসেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশে ৪.৬০ মিলিয়ন মানুষ ডেবিটকার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছে; অন্যদিকে, এদেশের ৯৫% জনগোষ্ঠী মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। আর একটি পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমে প্রতিটি লেনদেন বাবদ ২০০.০০ টাকা, এটিএমে ৪০.০০ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে আরও কম খরচ হয়ে থাকে। কাজেই এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষণীয় যে, এ দেশের বৃহত্তর হতদরিদ্র বা সাধারণ জনগোষ্ঠীকে মোবাইল ব্যাংকিং বা ই-ব্যাংকিং সেবার অন্তর্ভুক্ত (Financial inclusion) করার দারুণ সুযোগ রয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে পেমেন্ট ও ফান্ড ট্রান্সফার সার্ভিসের পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিও তৈরি করতে পারলে গ্রাহক, ব্যাংক ও জাতীয় পর্যায়েও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এর জন্য প্রয়োজন সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও জনগণের ব্যাপক সাড়া, উদ্দীপনা, উদ্যোগ ও অগ্রণী ভূমিকা।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, নেটওয়ার্ক অপারেটর সম্মিলিতভাবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এদেশেও অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় স্মার্ট ব্যাংকিং সার্বজনীন হবে ও অর্থনীতির চাকা হবে গতিশীল।

সরকারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা

১. ICT Infrastructure উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে নানাভাবে উৎসাহিত করা।
২. সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করার জন্য আইসিটি/সাইবার ল' প্রণয়ন তথা বাস্তবায়ন করা।
৩. ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য আইটি বেজড পৃথক দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের প্রয়োজনীয় ভূমিকা

১. আইসিটি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ব্যাংক ও নেটওয়ার্ক অপারেটর প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।
২. ICT Risk Management কে ক্রমশ শক্তিশালী ও উন্নত করা।
৩. সরকারি ব্যাংকগুলোতে পুরোদমে এটিএম বুথ, মোবাইল ব্যাংকিং, শাখাবিহীন ব্যাংকিং চালু করা।
৪. সময় উপযোগী আইসিটি পলিসি প্রণয়ন করা।
৫. সভা, সমাবেশ, ইলেকট্রনিক চ্যানেল বা পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে স্মার্ট ব্যাংকিং প্রডাক্টস ও সতর্কতার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা কর্মসূচি প্রণয়ন তথা বাস্তবায়ন করা।
৬. সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করার জন্য সকল ব্যাংকে সাইবার ক্রাইম ওয়াচ কমিটি গঠন করা।
৭. আইসিটি বেজড প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরি করা।

স্মার্ট ব্যাংকিং হচ্ছে পরিবর্তনের ধারায় একটি গতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও বিড়ম্বনা দূরীকরণের প্রয়াসে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওপরে বর্ণিত নিজ নিজ ভূমিকা পরিপালন করে সম্প্রসারিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করা সম্ভব।

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, এফআইসিএসডি, প্র.কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার ২০১৩ প্রদান

> *ড. মোজাফফর আহমদ ও ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসের উন্নয়ন ভাবনা ও আদর্শ যদি সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করেন তাহলে সেটাই হবে তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ পথ।*

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ড. মোজাফফর

'বাংলাদেশের অর্থনীতির নোবেল' খ্যাত বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার পেলেন প্রয়াত দুই অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ ও ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস।

২০ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমীর এ. কে. এন. আহমেদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াত এই দুই অর্থনীতিবিদের সহধর্মিনীদের হাতে সম্মাননা হিসেবে স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট ও নগদ এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচজন অর্থনীতিবিদকে এ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এই পাঁচজনই আমার বন্ধুজন। কিন্তু পার্থক্য হলো, আজ যে দুজনকে সম্মাননা দেয়া হলো তারা আমার সমসাময়িক।

ড. মোজাফফর আহমদ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, মোজাফফরের আগ্রহ যে কত বিষয়ে ছিল তা বোঝাই দুরূহ ছিল। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করতেন। তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে একসাথে কাজ করেছি। এর মধ্যে একটি ছিল বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন। এজন্য একদিন মানববন্ধন করতে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থান করি। এ সময় সেতুর ওপরে দেখলাম পতাকা হাতে একজন। তিনিই মোজাফফর আহমদ। অন্যদিকে ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, স্বদেশের সাথে আমার পরিচয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ছাড়াও কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী, বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, এস কে সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা, ড. মোজাফফর আহমদের স্ত্রী ড. রওশন জাহান, কন্যা ড. সুহেলা নাজনীন, ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসের স্ত্রী নূরজাহান বোসসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তৃতায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. মোজাফফর আহমদ অর্থনীতি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, শ্রমিক সম্পর্ক, পল্লি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, সুশাসন, গণতন্ত্র, নির্বাচনসহ অনেক বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণা ও সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তার এসব গবেষণা ও মতামত জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা হয়ে আছে। ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস সম্পর্কে তিনি বলেন, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ড. বোস ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। এজন্য তাকে আট বছর জেল খাটতে হয়। ১৯৭১ সালে এই কৃতি অর্থনীতিবিদ মুজিবনগর সরকারের প্ল্যানিং সেলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন ও উন্নয়নের দিকনির্দেশনায় তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আহমদের স্ত্রী ড. রওশন জাহানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও পুরস্কারের নির্বাচন কমিটির সদস্য ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ তাদের বক্তব্যে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ড. কাজী খলীকুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, ২০০০ সালে প্রথম এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এরপর আট বছর বন্ধ থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার বন্ধ না থাকলে এই দুই অর্থনীতিবিদকে জীবদ্দশায় পুরস্কার দেয়া যেত। ড. মোজাফফর সম্পর্কে তিনি বলেন, অধ্যাপক মোজাফফর যেটি সত্য মনে করতেন, সেটি অকপটে বলতেন। যা আমরা অনেকেই পারি না। এটি তার সবচেয়ে বড় গুণ। অন্যদিকে মানুষকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির যে বিকাশ সে ক্ষেত্রে ড. বোসের অবদান অসামান্য। তৎকালীন PIDE (বর্তমানে BIDS) করাচি থেকে ঢাকায় স্থানান্তরে তার ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ।

ড. মোজাফফর আহমদ সম্পর্কে বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, মন ও মননের বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সম্পর্কে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক মোজাফফর আমাদের বলতেন, 'আমি অর্থনীতি পড়তে পড়তে দর্শন পড়েছি, ভাষাতত্ত্ব পড়েছি, কম্পারেটিভ হিস্ট্রি পড়েছি, কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন পড়েছি। এই যে একটা বিষয় পড়তে এসে আমাকে শুধু একটার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় না এবং পাঠের নানান জগত আছে তার সঙ্গে পরিচিত করার জন্য বিশ্বের বিদ্যাকে সংগ্রহ করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। সেই জন্যই এটার নাম বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ছাত্রকে কিছু বিষয়ের মধ্যে আটকে না রেখে তার মন ও মননের বিকাশের যে ধারণা সেই ধারণার একটা বিমূর্ত প্রকাশ ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়'।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী স্বদেশ রঞ্জন বোস সম্পর্কে বলেন, 'সফল কর্মজীবনে ড. বোস গবেষণা ও নীতি প্রণয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। এর মধ্যে যেমন রয়েছে কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র তেমনি রয়েছে বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, শ্রমবাজার, দারিদ্র্য এবং উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়। কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তার গবেষণাকর্মে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিখাতে বৈষম্যের বিভিন্ন দিক এবং এক্ষেত্রে কি করণীয়– সেসব বিষয় বেশি গুরুত্ব পায়। এ সময়ে ড. বোস কৃষিখাতে যান্ত্রিকীকরণ এবং গ্রামীণ শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের ওপর তার প্রভাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখেন। পরবর্তীতে তিনি গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যেমন বাণিজ্য ও বিনিময় হার নীতি, মূল্যস্ফীতি, খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য এবং খাদ্য প্রাপ্যতা ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ওপর খাদ্য ঘাটতি ও জনগণের নিম্নমুখী ক্রয়ক্ষমতার আপেক্ষিক প্রভাব। তার গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর সাথে নিজস্ব জ্ঞানসমৃদ্ধ বাস্তবতার সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নীতির সুপারিশ প্রণয়ন'।

ড. মোজাফফর আহমদের কন্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. সুহেলা নাজনীন বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, একটি যৌথ পরিবারের প্রধান হিসেবে বাবাকে অনেক ব্যস্ত থাকতে হতো। কিন্তু এতো কাজের মধ্যে তিনি কীভাবে গবেষণা করতেন তা আজও আমাকে অবাক করে। আমাদের সংসারে কোন বাহুল্য ছিল না। তবে ৮০'র দশকে আমাদের বাসায় টেলিভিশনের পরিবর্তে কম্পিউটার ছিল। আমার বাবা সব সময় প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। লাভ-ক্ষতির কথা বিবেচনা না করে ব্যক্তির সমালোচনা করেছেন। তিনি কখনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন। কিন্তু আমাদের ওপর কখনো ধর্ম চাপিয়ে দেননি।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ড. রওশন জাহান ও ড. নূরজাহান বোস বক্তব্য রাখেন। প্রয়াত অর্থনীতিবিদদের জীবদ্দশায় এ পুরস্কার প্রাপ্তি তাদেরকে আরো আনন্দ দিত বলে দুজনে উল্লেখ করেন। ড. রওশন জাহান ও নূরজাহান বোস তাদের বক্তব্যে পুরস্কার প্রদান ও সুন্দর আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্বাচকমণ্ডলী ও আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া শত ব্যস্ততার মাঝে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা আশা করেন, ড. মোজাফফর আহমদ ও ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসের উন্নয়ন ভাবনা ও আদর্শ যদি সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করেন তাহলে সেটাই হবে তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ পথ।

আলোচনা পর্ব শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ *প্রতিবেদক : তানভীর আহমেদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

অর্থমন্ত্রী ড. স্বদেশ রঞ্জন বোসের স্ত্রী নূরজাহান বোসকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন

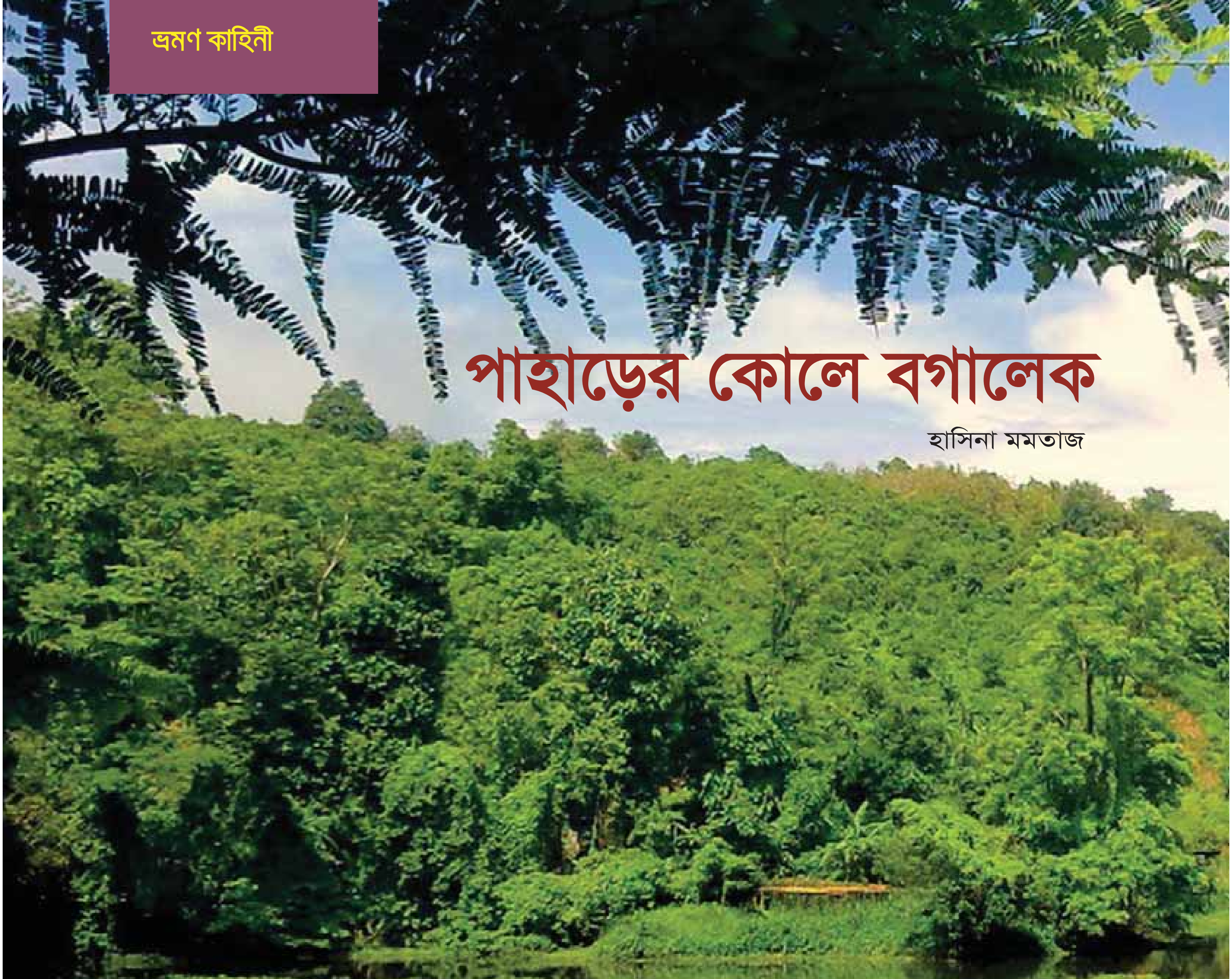

পাহাড়ের কোলে বগালেক

হাসিনা মমতাজ

ভ্রমণ মানুষের একটা নেশা। এই নেশা যাদের আছে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান। আমার এই নেশা ততটা নেই, তবে নিজের দেশটা দেখতে আমার ভালো লাগে। সেই ভালো লাগা থেকেই পরিবারের বড়সড় একটি দল নিয়ে বান্দরবানে বগালেকের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া। ২৬ মার্চ ২০১৪ রাত ১০টায় আমরা বান্দরবানের পথে রওনা হলাম।

পরদিন সকাল ৭টায় বান্দরবান পৌঁছলাম। সেখানে একটি হোটেলে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা খেলাম। একটু পর ৩টি চাঁদের গাড়ি এলো বগালেকে যাওয়ার জন্য। প্রতি গাড়িতে ১২জন করে যাত্রী। রুমা লিংক রোডে সেনাক্যাম্পে গিয়ে চালকরা এন্ট্রি করেন। রুমা উপজেলার বগালেকের উদ্দেশে ৬৯ কি.মি. পথে রুমা বাজার পর্যন্ত আমরা ভালোভাবে পৌঁছাই। এখানে সেনাক্যাম্পে আমাদের তালিকা জমা দেয়া হয়। একইভাবে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প এবং সর্বশেষ বগালেক সংলগ্ন সেনাক্যাম্প রিপোর্ট করতে হয়। রুমা বাজার থেকে অভিজ্ঞ চালকদের গাড়িতে গাইডসহ আমরা প্রবেশ করি সম্পূর্ণ এক নতুন এলাকায়। উঁচু নিচু পথে কোথাও কোথাও এক থেকে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হয় আবার ঢালু পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নিচে নামতে হয়। এ এক শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা। শুধু পাহাড় কেটে রাস্তা, নিচের দিকে তাকালে মনে হয় নিমিষেই গাড়ি অথৈ খাদে তলিয়ে যাবে। আমরা গাড়িতে ১২জন ছিলাম, হঠাৎ করে সামনে উঁচু খাড়া পাহাড় দেখে শুভ চট করে গাড়ি থেকে নেমে গেল। বলল, আপনারা গাড়িতে গেলে যান, আমি কিন্তু হেঁটে যাব। জানের মায়া অ্যাডভেঞ্চারের থেকে অনেক বেশি। শুভর দেখাদেখি আরও কয়েকজন নেমে গেল। তারা বাকি পথ হেঁটে যাবে। আমরা রয়ে গেলাম গাড়িতে।

গাড়ি চলছে দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে। সবার মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক। সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় এসে আমাদের গাড়ি ইউ টার্ন নিয়ে আস্তে আস্তে যখন উপরে উঠছে তখন বিপরীত দিক থেকে আর একটা গাড়ি নিচে নামছে। আমাদের গাড়ি আটকিয়ে গেল আর কি। গাড়িচালক গাইডের নির্দেশমতো নিচের দিকে ব্যাক করতে লাগল আস্তে আস্তে। এক পর্যায়ে আমি নিষেধ করলাম কারণ আর একটু গেলেই নিচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। গাড়িচালক বলল, আপনারা সবাই গাড়ি থেকে নেমে যান, আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পর উঠবেন। এই বলে গাড়িটি স্পিড বাড়িয়ে আমাদের ছাড়িয়ে খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। আর আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগলাম, কিন্তু কাঁচা রাস্তা হওয়াতে ধুলোয় পুরো জায়গা কুয়াশার মতো হয়ে গেল। কাছের মানুষও দেখা যাচ্ছিল না। এরমধ্যে আমাদের পরের গাড়িটা এতো গতিতে উপরে উঠতে লাগল যে পাশে আমার বোনের মেয়ে রায়ার একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

এখন আমরা যারা গাড়ি থেকে নেমেছি তাদের ট্র্যাকিং করে উপরে

উঠতে হবে কিন্তু আমাদের ট্র্যাকিং করার কোন লাঠি নাই। তাই অনেক কষ্টে তপ্ত গরম বালিতে হাত দিয়ে ট্র্যাকিং করে উপরে উঠলাম। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। হন্যে হয়ে গাড়ির সামনে এসে পানি খেয়ে কোন রকমে গলাটা ভেজালাম। পানি সূর্যের তাপে একদম গরম হয়ে আছে। বাধ্য হয়ে ঐ গরম পানিই খেলাম। অবশেষে আমরা পৌঁছলাম সেই কাঙ্ক্ষিত বগালেকে। এদিকে আমাদের গাড়ি থেকে যারা নেমে গেছে তারাও অনেক কষ্ট করে একসময় বগালেকে পৌঁছে। পরিশেষে আমরা সবাই একত্র হই বগালেকে।

এখানে বগালেকের একটু বর্ণনা দেই। বগালেকের নামকরণ নিয়ে এক বয়স্ক আদিবাসি বলেছে এখানে আগে প্রচুর বক ছিল। সেই সময় ইংরেজরা এসে নাকি বক শিকার করত ঝাঁকে ঝাঁকে। তা থেকেই নাম বগালেক। প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্রাকৃতিকভাবে পাহাড়ের চূড়ায় এই লেক তৈরি হয়। হ্রদটি তিনদিক থেকে পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫৭ মিটার ও ৬১০ মিটার উচ্চতার মধ্যবর্তী অবস্থানের একটি মালভূমিতে অবস্থিত। এই বগালেকের গভীরতা যে কত, কেউ তা বলতে পারে না। তবে এটি যে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত এলাকা তা লেখা রয়েছে। লেকের মাঝে কাউকে সাঁতার কাটতে দেয়া হয় না। অনেকে নাকি সাঁতার কেটে মাঝখানে গিয়ে ফেরত আসে নাই, তাই সবাই লেকের পাশে স্নান করে। লেকের পানি খুব শীতল ও স্বচ্ছ, মাছ দেখা যায়। ওখানে প্রচলিত আছে মাঝে গেলে এমন কোন প্রাণী আছে যা মানুষকে অতলে নিয়ে যায়। এখানে কোন নৌকাও চলতে দেয় না। আমি ঐ লেকের পানিতে স্নান করে দুপুরের খাবার খাই। ভাত আর পাহাড়ি সবজির তৈরি খাবার ভালো ও সুস্বাদু লেগেছে। রাতে বাঁশের মাচার তৈরি দোতলা কুটিরে মেয়েরা এক ঘরে ও ছেলেরা আরেক ঘরে রাত কাটালাম।

অন্য পরিবেশে রাতে ভালো ঘুম হলো না। নিঝুম রাতে নানা ধরনের বিচিত্র ডাক বা আওয়াজ শুনে রীতিমত ভয় পাচ্ছিলাম। সকালের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পরতে লাগল, পাশেই লেপ ছিল তা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ভোরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অনেকক্ষণ বসে রইলাম সূর্য উঠা দেখব বলে। কিন্তু সূর্য অনেক আগেই উঠে গেছে। তাই বিচিত্র সব পাখির আওয়াজে মুখর এক অপার্থিব পরিবেশে সেই পাহাড়ে সঙ্গীসহ হাঁটলাম। ফেরার পথে গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে পেড়ে নিলাম। দুপুরের দিকে আমরা বান্দরবানের উদ্দেশে রওনা হলাম। দুর্গম পাহাড়ি পথে সাত ঘণ্টা ভ্রমণের পর বান্দরবানে পৌঁছালাম। ২৯ মার্চ বের হলাম বান্দরবান ভ্রমণে। স্বর্নমন্দির হয়ে চলে আসি নীলাচলে, জায়গাটা খুব সুন্দর। রাতের গাড়িতে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। আমাদের বান্দরবান ভ্রমণ এভাবেই শেষ হয় তবে বগালেকের যে দুঃসাহসিক অভিযান তা জীবনভর মনে থাকবে।

■ *লেখক : ডিডি, এঅ্যান্ডবিডি, প্র.কা.*

টাকার জন্ম ও মৃত্যু

তৃতীয় পর্ব
টাকার মৃত্যু

টাঁকশাল থেকে ছাপানোর পর বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইস্যুর মাধ্যমে সারাদেশ ঘুরে ব্যাংকিং চ্যানেল এবং জনসাধারণের মাধ্যমে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে আসে। নোটগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রচলনে দেয়ার পর বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে চারভাগে বিভক্ত হয়ে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত আসে। এগুলো হলো (ক) পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট, (খ) বাতিলযোগ্য নোট, (গ) ছেঁড়া/ফাটা (মিউটিলেটেড) নোট ও (ঘ) ক্লেইমস নোট।

এ পৃথিবীতে জন্ম নিলে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে এ হলো নিয়তির অমোঘ নিয়ম। আর এই নিয়মের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারোর নেই। সৃষ্টি থাকলে ধ্বংস অনিবার্য। আর এই আবর্তের মধ্যেই চলতে থাকে ব্যক্তি, বস্তু সবকিছু। মানুষের আরাধ্য টাকার ভাগ্যেও তাই যেমন আছে জন্মের আনন্দ তেমনি আছে মৃত্যুর বিষাদ ছোঁয়া। টাকার জীবনকাল শেষে জীর্ণ, শীর্ণ, ছেঁড়া-ফাটা, জোড়াতালি অবস্থায় অনেক টাকাই ফিরে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকে। টাকার জীবনকাল শেষে টাকার যবনিকার পালা নিয়ে পরিক্রমার এবারের আয়োজন টাকার মৃত্যু।

বাজারে প্রচলিত নোট টাঁকশাল থেকে ছাপানোর পর বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইস্যুর মাধ্যমে সারাদেশ ঘুরে ব্যাংকিং চ্যানেল এবং

অটোমেটেড নোট সর্টিং মেশিনের রি-ইস্যুয়েবল নোট পকেট

জনসাধারণের মাধ্যমে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে আসে। নোটগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রচলনে দেয়ার পর বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে চারভাগে বিভক্ত হয়ে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত আসে। এগুলো হলো (ক) পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট, (খ) বাতিলযোগ্য নোট, (গ) ছেঁড়া/ফাটা (মিউটিলেটেড) নোট ও (ঘ) ক্লেইমস নোট।

(ক) পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট ঃ বাজারে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট তফসিলি ব্যাংকগুলো গুনে বেছে প্যাকেট করে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়। এ নোটগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নোট পরীক্ষণ হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাজারে পুনঃপ্রচলন করা হয়।

(খ) বাতিলযোগ্য নোট ঃ কিছু নোট বাতিল (Cancelled) আকারে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত আসে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে। বাতিলযোগ্য নোটে টাকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং তা ছেঁড়া/ফাটা বা পোড়া টাকা নয়। তবে নোটগুলো অতিরিক্ত পুরাতন হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা আর বাজারে ছাড়ে না। এ নোটগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিনিময়ের পর রি-ইস্যু টাকার মতোই ক্যানসেল ভল্টে জমা রাখা হয়।

(গ) মিউটিলেটেড (ছেঁড়া-ফাটা) নোট ঃ এগুলো ছেঁড়া/ফাটা নোট যা বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং জনসাধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত আসে। বাংলাদেশ ব্যাংক বা তফসিলি ব্যাংকের কাউন্টারে এ ধরনের নোট জমা দিলে সাথে সাথেই নোটগুলোর পুরো বিনিময়মূল্য ফেরত দেয়া হয়।

(ঘ) ক্লেইমস নোট ঃ কিছু নোট অতিরিক্ত ছেঁড়া-ফাটা বা পোড়া থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তফসিলি ব্যাংকগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কাউন্টার থেকে এর বিনিময়মূল্য ফেরত দেয় না। তফসিলি ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নোটগুলো জমা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাবি শাখার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবিদারকে নির্ধারিত হারে টাকার বিনিময়মূল্য প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ক্লেইমস নোটের বিনিময়মূল্য দেয়া না দেয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই আছে। এক্ষেত্রে দাবিদারকে নোটগুলো আর ফেরত দেয়া হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যবহৃত নোট মেজারমেন্ট মেশিনের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে দাবিদারকে তার প্রাপ্য অংশ বিনিময় করা হয়:- ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন যদি ৯১% এর বেশি থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট নোটের ১০০%ই দাবিদার পাবেন। যদি ৭৫-৯০% এর মধ্যে থাকে তাহলে পাবেন ৭৫% আর যদি ৫১-৭৫% এর মধ্যে থাকলে পাবেন ৫০%। ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন যদি ৫০% এর কম থাকে তাহলে দাবিদার কোন টাকা পাবেন না।

ধরা যাক, জনৈক রানা বাংলাদেশ ব্যাংকে ১০০০ টাকা মূল্যমানের একটি ছেঁড়া ফাটা নোট বিনিময়ের জন্য নিয়ে এসেছেন। নোট মেজারমেন্ট মেশিনে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল, নোটটির আয়তন ৯১% এর বেশি বিদ্যমান আছে। এক্ষেত্রে তিনি বিনিময়মূল্য হিসেবে ১০০০/- টাকাই পাবেন। যদি নোটটির ৭৫-৯০% থাকত তবে পেতেন ৭৫০/- টাকা আর নোটটির ৫১-৭৫% যদি বিদ্যমান থাকত তবে তিনি পেতেন ৫০০/- টাকা। নোটটির ৫০% এর কম বিদ্যমান থাকলে তাকে নোটটির বিনিময় মূল্য প্রদান করা হবে না।

তাছাড়া জনসাধারণের নিকট থেকে আসা পোড়া টাকা যাকে চার্ডনোট বলা হয় এগুলোও বিনিময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি শাখায় জমা হয়। কারেন্সী অফিসারের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে এগুলো প্রাপ্যতা বিচার বিশ্লেষণ করে ছেঁড়া-ফাটা নোট বিনিময়ের মতো নির্ধারিত হারে দাবিদারকে বিনিময়মূল্য পরিশোধ করা হয়।

সঠিকভাবে টাকা বাতিলকৃত হয়েছে কি-না তা ভেরিফিকেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় সঠিক পাওয়া গেলে বিভিন্ন বিধি অনুসরণপূর্বক নোটগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এছাড়া অন্য পদ্ধতিতে শ্রেডিং মেশিনে শ্রেড করে (ছোট ছোট টুকরাতে বিভক্ত করে) নোট ধ্বংস করা হয়। সার্বক্ষণিক পুলিশি প্রহরায় যথেষ্ট সাবধানতার সাথে পাঞ্চড টাকা এবং পাঞ্চিং টুকরাগুলো চুল্লিতে পোড়ানো হয়। আগুন পুরোপুরি জ্বলে ওঠামাত্রই স্টিলের ভারি দরজা বন্ধ করে তাতে সীলগালা করে দেয়া হয়। এভাবেই টাকার জীবনের ইতি ঘটে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮
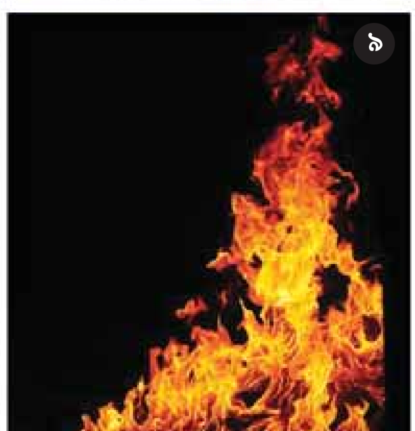
৯

১০

১১

১. সর্টিংয়ের জন্য গণনাকৃত ব্যাংক নোট ২. সর্টিংয়ের জন্য নোটের পিন খোলা হচ্ছে, ৩. অটোমেটেড সর্টিং মেশিনে নোট ফিট করা হচ্ছে, ৪. টাকা পাঞ্চ মেশিন, ৫. পাঞ্চিংকৃত বাতিল টাকা, ৬. পাঞ্চিংকৃত টাকা বস্তায় ভরা হচ্ছে, ৭. বস্তাবন্দি টাকা চুল্লিতে নেয়া হচ্ছে, ৮. চুল্লিতে টাকা ঢুকানো হচ্ছে, ৯. জ্বালানি দেয়া হচ্ছে, ১০. টাকা পোড়ানো হচ্ছে, ১১. টাকা পোড়ানোর চুল্লি

যাঁরা অবসরে গেলেন...

মোঃ আব্দুল হাই

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১২/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ২১/৬/২০১৪
বিভাগ: পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ মোস্তফা কামাল

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/৫/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৬/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-১

মোঃ এস্কান্দার আলী রাড়ী

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/৫/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ২/৪/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ মহসিন-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৬/২০১৪
বিভাগ: ইএমডি

বিজয় কুমার দাস

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৯/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১৩/৭/২০১৪
বিভাগ: ডিসিএম

মোঃ আব্দুল কাদের

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/১২/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৫/৭/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ আবদুর রহমান মজুমদার

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৯/৩/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ২৬/৭/২০১৪
বিভাগ : ইএমডি

মোঃ আব্দুস সামাদ তালুকদার

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/৬/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/০৭/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ নজরুল ইসলাম-৩

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১০/৬/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৫/৭/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ শফিকুল ইসলাম-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৭/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ আবু সাদেক

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৭/১৯৭৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৬/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি

মোঃ মোশারফ হোসেন মিয়া

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৬/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৩/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ ইসরারুল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১৬/৮/২০১৪
বিভাগ : আইন বিভাগ

এস,এম, আনোয়ার হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১২/৭/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ আব্দুচ ছাত্তার মুন্সী

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১১/১২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৭/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ আবুল কালাম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৮/৬/২০১৪
বিভাগ: ইএমডি

মোঃ ফারাজ উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩/১১/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/৮/২০১৪
বিভাগ: আইএডি

মোঃ সামছুল হক

(ফোরম্যান)
ব্যাংকে যোগদান : ৭/১২/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ২/৮/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-১

১০ প্রকারের খাদ্য রোগ প্রতিরোধে যুদ্ধ করে

ডাঃ রফিক আহমেদ

আমরা যা-ই খাই তা যদি শোষিত হয়ে শরীরের ক্ষয় পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও বৃদ্ধি সাধন করে তবেই তাকে খাদ্য বলে। ১০ প্রকারের খাদ্য রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে যুদ্ধ করে। সে বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. রুটি, ময়দা, আটা, চাপাতির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি-৬ বা পাইরিডক্সিন আছে যা কিনা প্লীহা ও থাইমাস গ্রন্থির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই অর্গান দু'টি রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বি-ভিটামিনের গুরুত্বও আছে। ফলিক অ্যাসিড টাটকা শাকসবজিতে পাওয়া যায়। ভিটামিন বি-১২ লিভার, মাছ, ডিম ও ছত্রাক এবং বিশেষ শস্যজাতীয় খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

২. গাজর ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার। এছাড়াও ভিটামিন-এ লালশাক, পুঁইশাক, টাটকা শাকসবজিতে পাওয়া যায়। আম, কলা, পেঁপে, রঙিন ফলেও ভিটামিন-এ বেশি আছে। এছাড়াও ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য তালিকায় আছে মলাঢেলা মাছ, গোশত, দুধ ও ডিম। ভিটামিন-এ'তে বিটাক্যারোটিন থাকে যা ত্বক ও মিউকাস মেমব্রেনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রোগ প্রতিরোধ তন্ত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। অ্যান্টিবডি রেসপন্ডে সাহায্য করে, রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে ইত্যাদি।

৩. ঘি, দুধ, দুগ্ধজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। এ ছাড়া শাকসবজি, মাছ, চিনাবাদাম, ডালের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে; যা ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে ইমিউন কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটা চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

৪. চকলেট, আইসক্রিম, কোকো গুঁড়া করে তৈরি মণ্ড, গোশত, ডিমের কুসুম, শীল মাছ, সুগন্ধি মসলা ইত্যাদি চমৎকারভাবে আয়রনের সাথে যুক্ত হয়। শ্বেত রক্তকণিকার সমতা রক্ষা করে যা ইমিউনিটি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫. সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক খাদ্য, মুরগি, লিভার, ডিমের কুসুম, শস্যজাতীয় খাবার, ইলিশ মাছ, মাছের তেল ইত্যাদির মধ্যে সেলিনিয়াম নামক খনিজ লবণ থাকে যা শ্বেতকণিকা ও ইমিউন এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। এই তেলের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৬. টাটকা শাকসবজি, চিনাবাদাম, সামুদ্রিক খাদ্য, শস্যজাতীয় খাবারে ম্যাগনেসিয়াম থাকে, এগুলো ইমিউনিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

৭. ভিটামিন-ই এর উৎস হলো উদ্ভিদ জাতীয় খাবার, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ তেল, শিম, শিমের বিচি, চিনাবাদাম ইত্যাদি। প্রাণিজ খাদ্য, ডিমের কুসুম, মাছ, গোশত, দুধেও ভিটামিন-ই থাকে। এগুলো শ্বেত রক্তকণিকার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৮. আমলকী, হরিতকী, পেঁপে, তরমুজ, বাঁধাকপি, টকজাতীয় লেবু, কমলালেবু, পেয়ারা ইত্যাদি। এগুলো কেমিক্যাল ম্যাসেনজার নম্বর বৃদ্ধি করে; বিশেষ করে ইন্টারফেরনজা ইনফেকশনের প্রসেস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, গোশত, সিরিয়াল ফুড, চিংড়ি, সামুদ্রিক খাদ্যে জিঙ্ক প্রচুর পরিমাণে রয়েছে- যা ফ্রি রেডিক্যালের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে জঞ্জাল কোষকে (জীবাণু ধ্বংস করার পর যেগুলোর মৃত্যু ঘটে) মুক্ত করতে সাহায্য করে। জিঙ্ক আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। জিঙ্ক শরীরের বিভিন্ন এনজাইমের একটি অংশ এবং সব টিস্যুতেই এটি আছে।

১০. চা, শস্যজাতীয় খাদ্য, টাটকা শাকসবজি জাতীয় খাদ্যে ম্যাঙ্গানিজ থাকে; যা কিলার ইমিউন সেলের কার্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১১. ঘরোয়া কিংবা কোন অনুষ্ঠানে আমরা খাবারের পরে ফল খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু ফল খাওয়া উচিত খালি পেটে। খালি পেটে ফল খেলে তা আমাদের দেহের আন্ত্রিক পদ্ধতি বিষমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা আমাদের যেমন শক্তি যোগাবে, তেমনি ওজন কমাতে এবং অন্যান্য দৈহিক কাজে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

■ *লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত কনসালটেন্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ঢাকা*

কবিতা

নিপুণ স্বদেশ
নুসরাতুন নাহার নিরা

এ আমার দেশ,
এ আমার চিরায়ত নিপুণ স্বদেশ;
ধান নদী খাল-বিল অথৈ সাগর
আকাশ ও নদীর সাথে নীল সখ্যতা,
জনম জনম থেকে জন্মান্তরে
বয়ে চলে যায় অনিমেষ।
এ আমার স্বপ্নকে ছুঁয়ে যাওয়া দেশ-
ঘুম জাগানিয়া চোখে চেয়ে দেখি আমি-
সবুজ ঘাসের গায়ে শিশিরের মিষ্টি ছোঁয়া,
'ঘাসফুল রং' ভোরে প্রজাপতি ওড়া
সকালের রোদেলা সময়।
বহতা নদীর মতো বয়ে যায় আমার জীবন
স্বপ্নেরা ভিড় করে জীবনের প্রতি মোহনায়,
ক্রমাগত বেড়ে উঠি আমি,
মুঠো মুঠো ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে
জীবনে আমার।
সন্ধ্যা নামে স্বদেশ নামের এই মায়ের আঁচলে,
সবকিছু পিছে ফেলে চলে আসি আমি-
যেখানে মায়াবী রাত নিয়মিত নির্জনতায়,
আমাকে লুকিয়ে রাখে বিভোর ঘুমের-
চাদরের শীতল ছায়ায়
ক্রমাগত পৃথিবীর কোলাহল, ব্যস্ততা শেষ হয়ে যায়
আমার এ হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে
জেগে থাকে শুধু এই নিপুণ স্বদেশ।

কবি পরিচিতি : অফিসার, ডিসিপি, প্র.কা.

মা
পবিত্র কুমার রায়

কোন বুকেতে লুকিয়ে মুখ
এখন সুখের নিঃশ্বাস ছাড়ি
কোন নদীতে তরী বাইয়ে
উজান দেই কেমনে পাড়ি।
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
এখন একলা তারা গুণি
পেছনে যেন ডাকছে মা
আচমকা আমি শুনি।
'আয় বাবা, আয় সোনা, আয় যাদুমণি
সারা জীবন উচ্চারিত হউক
তোর জয়ধ্বনি।'

কবি পরিচিতি : ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.

বুকের ভেতর
বিপ্লব চন্দ্র দত্ত

বুকের ভেতর হৃদয় আমার
বুকের ভেতর উঁচু পাহাড়
বুকের ভেতর লাল-সবুজ পতাকা,
বুকের ভেতর মায়ের ছবি আঁকা।
বুকের ভেতর একটি নদী,
বুকের ভেতর বহে নিরবধি।
বুকের ভেতর একটি পাখি,
বুকের ভেতর আগলে রাখি।
বুকের ভেতর একটি কবিতা,
বুকের ভেতর স্বাধীনতা,
বুকের ভেতর শত আশা,
বুকের ভেতর বাংলা ভাষা।
বুকের ভেতর মেঠো পথ,
বুকের ভেতর মুক্তির শপথ।
বুকের ভেতর রক্ত-বিন্দু,
বুকের ভেতর বিষাদ-সিন্ধু;
বুকের ভেতর সুখের আবেশ,
বুকের ভেতর বাংলাদেশ।
বুকের ভেতর মায়ের হাসি,
বুকটিকে তাই ভালোবাসি।

কবি পরিচিতি : ডিডি, সিলেট অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা   **সুবলকুমার বণিক**

বন্যার অবনতি

পত্রিকা ছেপে দেয়, বন্যার অবনতি।
বন্যাটা অবনত হলে সে তো মঙ্গল
তাহলে ভাবনা কেন, কেন আর কোলাহল ?
বন্যাপরিস্থিতি–অবনতি হয় তার
সেটাই লিখতে হবে সেটাই তো সমাচার।

[দেশ যখন বন্যার কবলে পড়ে, তখন মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি পত্রিকার পাতায় দেখা দেয় ভাষাগত বিপর্যয়। নদনদীর পানি বাড়ে আর সংবাদপত্রের বড় বড় শিরোনামে লেখা হয় 'বন্যার অবনতি'। এখন কথা হচ্ছে, শিরোনামভুক্ত এই শব্দবন্ধের অর্থ কী ? বন্যার অবনতি হয়েছে– তার মানে বন্যা তার রুদ্ররূপ ত্যাগ করেছে, জলস্ফীতির প্রাবল্য নমনীয় হয়ে এসেছে। অথচ প্রতিবেদক শিরোনামে উল্টো কথা বলতে চেয়েছেন। নদনদীর পানি আরও বেড়েছে, নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে, মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে–এরকম সব খবরের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য হিসেবেই তিনি রচনা করেছেন ঐ শব্দবন্ধ–'বন্যার অবনতি'। কিন্তু অর্থ দাঁড়িয়েছে উল্টো। মোট কথা, বন্যার সংবাদ রচনা করতে গিয়ে প্রতিবেদক ভাষারীতির জটিলতায় আটকে গেছেন। দুঃসংবাদ লিখতে গিয়ে তিনি সুসংবাদ পরিবেশন করেছেন।
আসলে লিখতে হবে, 'বন্যাপরিস্থিতির অবনতি'। ভাষারীতির দিক থেকে সেটিই হবে সঙ্গত। তাহলে বোঝা যাবে, বন্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে যে দুর্যোগময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার আরও অবনতি হয়েছে, দুর্গত মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা আরও বেড়েছে।]

নামহীন

শায়েমা ইসলাম

সময়ের সাথে সাথে তার বয়স বেড়েছে, সাথে বুদ্ধিও। এখন সে জানে জীবনের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিগুলো অনেক বেশি বাস্তবতা ঘেঁষা। জীবিত মানুষের কাছে মৃত মানুষ খুব জরুরি নয়। সবার কাছেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে মৃত্যুর সাথে সাথে.........

অনেক রাত। কতক্ষণ এভাবে বসে আছে কলি জানেনা। ভাবছে জীবনটা আসলে কী। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। মনে হয় মাথা ছিঁড়ে যাবে। একেক সময় একেক রকম সমস্যা হচ্ছে আজকাল। রাতে ঘুম হয় না। ভাবনাগুলো কেবল ফিরে ফিরে আসে। জীবনের লক্ষ্য কি, আবারও ভাবনায় হারিয়ে যায় সে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অনেক মেধাবী ছাত্রী ছিল সে। সেই গল্প উপন্যাসে পড়া ভালো ছাত্রীদের মতো। স্কুল, কলেজে কখনো দ্বিতীয় হয়নি। বুয়েট থেকে পাশ করে অস্ট্রেলিয়া থেকে এমএস করে এসেছে। ওরা পিএইচডি'র অফার দিয়েছিল। কিন্তু এতো পড়াশোনা করলে সংসার কখন করবে, এই ভাবনাটা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো ঢাকায়। তাছাড়া নিজে এতো বেশি পড়লে বাচ্চাদের পড়ালেখার অনেক ক্ষতি হয়। এজন্যই নিজেকে আর সময় দিতে চায়নি সে। কিন্তু জীবনই যে তাকে আর সময় দিতে চাইবে না এটা সে ভাবতে পারেনি কখনো।

নয়মাস আগে রোগটা যখন ধরা পড়ল তার বেশ ক'মাস আগে থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ওজন কমে যাচ্ছিল ক্রমাগত। ছিল আরও কিছু সমস্যা। নিডল বায়োপসি পরীক্ষায় রোগটা ধরা পড়লে শুধু কলি কেন, পরিবারের কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না বিষয়টা। বারবার মনে হচ্ছিল হয়তো কোথাও কোন ভুল হচ্ছে। এজন্য কাউকে না জানিয়ে ভাইকে সাথে নিয়ে গোপনে কলি আরেকবার টেস্ট করাতে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন পরীক্ষা তাকে কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি। সেই থেকেই শুরু সংগ্রামের। কঠিন অপারেশন শেষ করে কঠিনতর কেমোথেরাপির মুখোমুখি হওয়া। পর পর আটটা কেমোথেরাপি দেয়ার প্রতিটি দিন কেটেছে নানা রকম কষ্ট আর অনিশ্চয়তায়। দিনের পর দিন কেটেছে হাসপাতালে। ডাক্তার বলেছিল দ্বিতীয় বা তৃতীয় কেমোর পর সমস্যা শুরু হতে পারে। কিন্তু কলির সমস্যা শুরু হলো প্রথমটা থেকেই। শুরুর ক'দিন মাথাই তুলতে পারেনি। প্রচণ্ড বমি বমি ভাব ছিল। ডাক্তার বলেছিল প্রচুর তরল আর অন্যান্য খাবার খেলে দুর্বলতা কমে যাবে। এরপর শুরু হলো পেট ব্যথা, সাথে পেটের সমস্যা। প্রথমে ভেবেছিল ফুড পয়জনিংয়ের জন্য এমন হচ্ছে। তারপর দেখা গেল এগুলো সবই কেমোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। সমস্ত শরীরে কালসিটে পড়ে গেল। মুখ, গলা, জিহ্বা সব জায়গায় ঘা ছড়িয়ে পড়ল। কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল। এরপরের অবস্থা আরও করুণ। তাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই কখনো কখনো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতো ডাক্তারদের কাছে। শেষের দিকে একটা কেমোকে ভেঙ্গে দু'বারে দেয়া হতো। কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ কেশ খ্যাত কলি এক সময় বিশাল এক টাকের অধিকারী হয়ে উঠল।

একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাহী প্রকৌশলী কলির জীবনযাপন ছিল খুব সাধাসিধে, একেবারেই আটপৌরে। স্বামী আর দুই ছেলেকে নিয়ে জীবন তার ভালোই কেটেই যাচ্ছিল। কলি ভাবে। জীবনের সব না পাওয়াগুলো এক করলেও বেঁচে থাকাটা আনন্দময়। কারণ, আমরা সবাইকে নিয়ে বাঁচি এটা সত্যি। পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও সত্যি যে, আমরা নিজের জন্যও বাঁচি। সব কিছুকে ছাপিয়ে সবারই নিজের একটা জগৎ আছে যেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। তবে এই জগৎটার সন্ধান সবাই পায় কি-না সেটা কলি জানে না।

রোগটা ধরা পড়ার পর প্রথম প্রথম খুব কান্না পেত। এখন আর কান্না আসে না। ছোটবেলার কথা খুব মনে হয় আজকাল। তখন ভাবত, সে মরে গেলে সবাই তাকে মনে করে কাঁদবে। খুব মজা হবে। এখন এ কথাগুলো মনে হলে খুব হাসি পায় কলির। কী বোকাই না ছিল সে। সময়ের সাথে সাথে তার বয়স বেড়েছে, সাথে বুদ্ধিও। এখন সে জানে জীবনের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিগুলো অনেক বেশি বাস্তবতা ঘেঁষা। জীবিত মানুষের কাছে মৃত মানুষ খুব জরুরি নয়। সবার কাছেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে মৃত্যুর সাথে সাথে। খুব প্রিয় যে সন্তান সেও হয়তো তার কথা মনে করে বসে থাকবে না। এজন্য বাঁচতে হলে নিজের জন্যই বাঁচতে হবে। প্রথমে খুব ভয়ও লাগত। ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করে ভয়কাতুরে মাহবুব যেমন করে সাহসী হয়ে উঠেছিল, ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কলিও এখন অনেক সাহসী। এখন রেডিওথেরাপি চলছে। চলবে টানা ২৫ দিন। পাশাপাশি চলছে বোন টেস্ট, সিটি স্ক্যানসহ নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কীভাবে যাবে এই দিনগুলো বা এরপরই বা কী হবে কে জানে! তারপরও তার গজিয়ে উঠা মাথাভর্তি ছোট ছোট নতুন চুলের দিকে তাকিয়ে কলি আবার নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করে। সব রকম টিভি প্রোগ্রাম দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল অসুখের খবরটা জানার পর থেকে। আজকাল দু'একটা আবার দেখা শুরু করেছে সে। মনের গভীরে একটা স্বপ্ন লালন করত কলি। তার নিজের জায়গায় নিজের ডিজাইন করা একটা বাড়ি বানাবে। সে বাড়ির সামনে নানা রঙের বাগানবিলাস বাড়িটিকে সারাদিন আলো-ছায়ায় ভরিয়ে রাখবে। বাড়ির পেছনের কদমগাছ বর্ষাকালে ফুলে ভরে যাবে। তার প্রিয় এই স্বপ্নটি নতুন করে আবার দেখতে শুরু করেছে সে। হোক না সে বাড়ি শহর থেকে অনেক দূরে পূর্বাচল, গাজীপুর, অন্য কোথাও কিংবা অনেক দূরে। যেখানে বর্ষার ধুম বৃষ্টিতে তার মন গেয়ে উঠবে- দূরে কোথায়, দূরে আমার মন বেড়ায় ঘুরে...

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, বিআরপিডি, প্র.কা.*

Folder Lock করুন কোন ধরনের Software Install ছাড়া

আমাদের প্রায় সময় কিছু ডকুমেন্টকে লক করে রাখতে হয়। সাধারণত লকার সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা করতে হয়। কিন্তু এ জাতীয় সফটওয়্যার না থাকলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। আজকের এই টিপসটি সংরক্ষণে রাখলে আশা করি আর এ ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না। আপনার কম্পিউটারে যে কোন একটি drive-এ একটি Folder তৈরি করুন।

এ Folder টির ভিতরে একটি text document তৈরি করুন এবং নাম দিন 'locker'। তারপর 'locker' নামক 'text document' টির ভিতর নিম্ন লিখিত code টি Copy-paste করুন।

```
cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST 'HTG Locker' goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the
folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%== Y goto LOCK
if %cho%== y goto LOCK
if %cho%== n goto END
if %cho%== N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "HTG Locker"
attrib +h +s "HTG Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s "HTG Locker"
ren "HTG Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
```

ওপরে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন PASSWORD_GOES_HERE একটি লেখা রয়েছে।

সেখানে আপনার পছন্দমতো PASSWORD টি দিয়ে দিন।

এরপর Locker নামক text document টির extension name মানে .txt কেটে দিয়ে .bat লিখে দিন।

এইবার Locker.bat ফাইলটি double click করুন। দেখবেন সেখানে private নামক একটি ফোল্ডার তৈরি হয়েছে। এই ফোল্ডারটিতে আপনার গোপন ফাইল রেখে দিন। তারপর Locker.bat পুনরায় double click করুন। একটি নতুন স্ক্রীনে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে– আপনি কি ফোল্ডারটি লক করতে চান?

"y" ক্লিক করুন। দেখবেন আপনার ফোল্ডারটি লক হয়ে vanish হয়ে গেছে।

পুনরায় আপনার private ফোল্ডারটি পেতে হলে locker.bat ফাইলটি double click করুন। আপনার কাছে password চাওয়া হবে। password টি দিয়ে দিলে ফোল্ডারটি পুনরায় আপনি দেখতে পাবেন।

এইবার যত খুশি ফোল্ডার লক করুন কোন ধরনের software ছাড়াই।

লেখক: মোঃ ইকরামুল কবীর
সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি), আইটিওসিডি
ই মেইলঃ *kabir.ekramul@bb.org.bd*

নেট বিনোদন

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

পার্কিং এবার গাছে

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

সৌমিক আহমেদ
খুলনা জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাহিদা খাতুন
পিতা: হালদার এবারত আলী
(জেডি, খুলনা অফিস)

জেরিন তাসনীম
খুলনা সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সেলিনা আক্তার
পিতা: মোঃ শাহানুর রহমান
(ডিএম, খুলনা অফিস)

নাজমুন নাহার নিশাত
খুলনা সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: হাসিনা ইসলাম
পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম-৬
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, খুলনা অফিস)

নাভিদ আল-মুসাব্বির
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ নায়িমা সুলতানা
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোহাঃ আবদুস সালাম
(ডিডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)

মোঃ নূর নবী হৃদয়
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা বেগম
পিতা: জসিম উদ্দিন
(কেয়ারটেকার-১ম মান, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ শাদমান সাকীব ইফাজ
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পাপিয়া ইয়াছমিন
পিতা: মোঃ আলমগীর সরকার
(ডিডি, চিফ ইকোনোমিস্ট ইউনিট, প্র.কা.)

মোঃ মিনহাজ উদ্দিন
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: নুরুন্নাহার
পিতা: মোঃ মহিউদ্দিন
(জেডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

সারা ফাতিমা শেফা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাহিমা আক্তার
পিতা: মোঃ আলী আকবর ফরাজী
(ডিজিএম, এফইআইডি, প্র.কা.)

অদিতি মিত্র
বাংলাদেশ মহিলা সমিতি গার্লস হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: উমা দত্ত
পিতা: তপন মিত্র
(ডিজিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

নাজমুন নাহার
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহনাজ আক্তার
পিতা: মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

আমিনা আক্তার সুমি
রইসনগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শেফালী খাতুন
পিতা: শাহ্ আলম সরকার
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ নিয়ামত উল্লাহ (হৃদয়)
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লতিফা উল্লাহ
পিতা: মোঃ হেদায়েত উল্লাহ
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

ছালেহা খাতুন রিপ্তা
লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জহুরা বেগম
পিতা: মোঃ ছলেমান শাহ্
(ফোরম্যান, খুলনা অফিস)

সাদিয়া আফরিন
বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রুমা খাতুন
পিতা: এ, বি, এম মঞ্জুর করিম
(ডিএম, খুলনা অফিস)

২০১৩ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

নাহিয়ান-বিনতে-কামাল (ছোঁয়া)
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: নুরুন নাহার
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ কামাল হোসেন মিয়া
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ সামি আল জাবের
শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: শামীমা বেগম
পিতা: মোঃ জাফরুল হক
(জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মুহাম্মদ জারিফ তাশ্‌দীদ
রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: তানিয়া মুস্তাফিজ
(ডিডি, বিবিটিএ)
পিতা: মোঃ জোবায়ের হাসনাৎ

ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টো অধিগ্রহণ

পর্তুগালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৪.৯ বিলিয়ন ইউরোর আপৎকালীন তহবিল প্রদান করার মাধ্যমে দেশটির এক সময়ের বৃহত্তম ও বর্তমানে তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক 'ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টো' অধিগ্রহণ করেছে। ব্যাংক অব পর্তুগাল রিজল্যুশন তহবিল থেকে ৪.৯ বিলিয়ন ইউরো (৭.১ বিলিয়ন ডলার) মূলধন প্রদানের মাধ্যমে 'নভো ব্যাংকো' নামে একটি নতুন ব্রিজ ব্যাংক বা সংযোগকারী ব্যাংক সৃষ্টি করে ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টোকে খেলাপি অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে। নভো ব্যাংকো গ্রাহকদের আমানত, নিরাপদ ঋণগুলোর অধিকার পাবে এবং জ্যেষ্ঠ বন্ড ধারণকারীদের দায় শোধ করবে।

এক্ষেত্রে অবশিষ্ট ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টো ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলো ধারণ করবে এবং এর মালিকানা থাকবে শেয়ারধারণকারী ও জুনিয়র বন্ড ধারণকারীদের হাতে। ব্যাংক অব পর্তুগাল বলেছে, আমানতকারী ও জ্যেষ্ঠ বন্ড ধারণকারীদের (non-subordinated bond) স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে। শেয়ারধারণকারী ও অধীনস্ত (subordinated creditors) ঋণদাতাগণ ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টোর লোকসান বহন করবে। ইউরোপিয়ান কমিশন এ লেনদেনে অনুমোদন দিয়ে বলেছে এটি তাদের নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে। ইউরোপিয়ান কমিশন বিবৃতিতে আরও বলেছে, সংযোগকারী ব্যাংকের (Novo Banco) সম্পদের সর্বোচ্চ মূল্য বৃদ্ধি ও ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টোর শৃঙ্খলা আনয়নে পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাগুলো ভূমিকা রাখবে।

এ খবর প্রকাশের পর ব্যাংকো এসপিরিটো সান্‌টোর শেয়ারের মূল্য ৭৩% পড়ে যায় এবং বন্ডও ফেস ভ্যালুর অনেক নিচে লেনদেন হয়। উল্লেখ্য, পর্তুগিজ এই ব্যাংকিং জায়ান্টের ৮০ বিলিয়ন ইউরোর সম্পদ এবং প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ইউরো গ্রাহক আমানত আছে।

আর্জেন্টিনার খেলাপি ঋণ নিয়ে জটিলতা

ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে ডলারের বিপরীতে পেসোর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গত এক বছর ধরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেতে থাকা অবস্থায় আর্জেন্টিনা সরকারের ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতা (৩০ জুলাই ২০১৪) দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করার আশংকা তৈরি করেছে।

খেলাপি অবস্থার সূত্রপাত হয় যখন সরকার হোল্ডআউট (holdout) ঋণদাতাদের সাথে সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। ২০০১ সালে আর্জেন্টিনা সরকারের খেলাপি অবস্থার সময় ডিসকাউন্টে খেলাপি ঋণ ক্রয় করেছিল এ ঋণদাতাগণ, যারা এখন পূর্ণ অর্থ পরিশোধের দাবি করছে। হোল্ডআউট (holdout) ঋণদাতাদের ঋণ শোধ না করে চলমান (Performing) সরকারি বন্ডের ওপর অর্থ প্রদান না করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কোর্টের একটি রুলিং আছে, যেটি আর্জেন্টিনার সুপ্রিম কোর্ট সমর্থন করেছে। সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারা মানে আর্জেন্টিনা সরকার তার ঋণদাতাদের ৪৩৯ বিলিয়ন ডলার সুদ প্রদান করতে পারবেনা, অর্থাৎ বাধ্যগত (Selective) ঋণ খেলাপিতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

বাজারে বিনিয়োগকারীগণ বিষয়টি শান্তভাবে মোকাবেলা করলেও, বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন এই স্থিতাবস্থা দীর্ঘায়িত হবে না, বরং এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। গত তিন বছরে দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় অর্ধেকে অর্থাৎ ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক অব আর্জেন্টিনা পেসোর পতন ঠেকাতে গত এক বছরে রিজার্ভ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। জানুয়ারিতে দেশটির ডলারের ব্ল্যাক মার্কেটকে নিরুৎসাহিত করতে এটির নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন' এর আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সিনিয়র ফেলো রবার্ট কান (Robert Kahn) বলেন, 'অনেকে স্থানীয় বাজারে অস্থিরতা, বিনিময় মূল্যের ওঠা নামা ও উচ্চ সুদহার আশা করছে।' লন্ডনের ক্যাপিটাল ইকোনমিক্সের অগ্রসরমান বাজার অর্থনীতির প্রধান নেইল শিরিং (Neil Shearing) বলেছেন, আর্জেন্টিনার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ও স্থানীয় আর্থিক বাজারে ব্যাপক নৈরাজ্য তৈরি করতে পারে। কিন্তু নিউইয়র্ক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ল্যাটিন আমেরিকার ব্যষ্টিক অর্থনীতিক গবেষণার প্রধান মাইক মোরান (Mike Moran) এর মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর খেলাপি ঋণের প্রভাব হিসাব করা কঠিন। রিজার্ভ অস্থিতিশীল হবে কি-না এটি নির্ভর করে খেলাপি ঋণের সমস্যার কী সমাধান গ্রহণ করা হয় তার ওপর। মোরান আরও বলেন, আগামী বছর আর্জেন্টিনাকে বিপুল পরিমাণ ঋণ শোধ করতে হবে। তাই সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। আর্জেন্টিনার ২০০১ সালের ঋণ খেলাপের সময়, যেটি তখনকার সময় ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ছিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিনমাসে রিজার্ভের ৪০% অর্থাৎ ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল।

আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় ব্যাংক

এসবার ব্যাংক ইইউ অবরোধের আওতাভুক্ত

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্প্রতি ইউক্রেন এলাকায় রাশিয়ার অবৈধ দখলদারিত্ব এবং ইচ্ছাকৃত অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে রাশিয়ার বৃহত্তম ব্যাংক এসবার ব্যাংক (Sberbank), যেটির বেশিরভাগ মালিকানা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, বিতর্কিতভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এই ব্যবস্থা রাশিয়ার এসবার ব্যাংকের ইইউ পুঁজি বাজারে প্রবেশকে সীমিত করবে এবং ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও ইউরোপিয়ান ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে তহবিল যোগান দেয়াকে সাময়িকভাবে স্থগিত করবে।

ব্যাংক অব রাশিয়ার ৫০০০ রুবল নোট

তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিবেচনা করা হবে কিনা তা নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুমোদনের ফলে এসবার ব্যাংক (Sberbank), ভিটিবি ব্যাংক (VTB Bank), গাজপ্রম ব্যাংক (Gaspram bank), ভিনেশইকোনম ব্যাংক (Vnesheconom Bank) অথবা রোজেলখোজ ব্যাংক (Rosselkhoz bank) (যেটি রাশিয়ার এগ্রিকালচারাল বাংক হিসেবেও পরিচিত) এর সাথে ইইউ আওতাভুক্ত কোন ব্যক্তি এবং কোম্পানি বন্ড, ইক্যুইটি অথবা অনুরূপ কোন সিকিউরিটি (মেয়াদ ৯০ দিনের বেশি) কেনাবেচা করবেনা।

■ *গ্রন্থনা : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে সিয়েনজা সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কোর্স উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. পিটার সিনক্লেয়ার ও মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্তী

সিয়েনজা (South East Asia, New Zealand and Australia-SEANZA) ফোরামের স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়োজনে ঢাকায় ২৪ আগস্ট ২০১৪ হতে পাঁচদিন ব্যাপী ২৯তম সিয়েনজা সেন্ট্রাল ব্যাংকিং কোর্স শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও সিয়েনজা ফোরামের বর্তমান চেয়ারম্যান এস.কে. সুর চৌধুরী এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ড. পিটার সিনক্লেয়ার ও মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্তী।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাত্রাতিরিক্ত ডেরিভেটিভস্ এর ব্যবহার এবং শিথিল আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে আর্থিক ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যার প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। আর্থিক খাত থেকে সংক্রমিত এই কুপ্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলায় ঐ দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ এই খাতের তত্ত্বাবধানের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে চলেছে যার লক্ষ্য কেবলমাত্র ব্যাংকভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ করা নয়, বরং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক সেই ঝুঁকি প্রশমিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর সাথে একসঙ্গে কাজ করা।

তিনি বলেন, বর্তমান প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্দেশ্য এই নতুন কৌশলগুলোকে নতুন প্রজন্মের কেন্দ্রীয় ব্যাংকারদের নিকট পরিচিত করে তোলা এবং পাশাপাশি এই কৌশলগুলোর পিছনের অন্তর্নিহিত অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণগুলোর বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা।

এ কোর্সে বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটিতে সামষ্টিক অর্থনীতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীলতা ইত্যাদি সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, সিয়েনজা (South East Asia, New Zealand and Australia-SEANZA) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন যা ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ২০টি দেশের ২৪টি প্রতিষ্ঠান সংগঠনটির সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩-১৪ মেয়াদে এই সংস্থাটির আয়োজক এবং নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী সংস্থাটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

তথ্য-উপাত্ত

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)
*২০১৩ সালে ১০৫৪ মার্কিন ডলার**
*২০১৪ সালে ১১৯০[সা] মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০ আগস্ট ২০১৩ : ১৬২১৬.৬২
২০ আগস্ট ২০১৪ : ২২১১৩.০৯

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
জুলাই ২০১৩ : ৩০২৪.২৯
অর্থবছর ২০১২-১৩ : ২৭০২৭.৩৬
জুলাই ২০১৪ : ২৯৮২.৭৪
অর্থবছর ২০১৩-১৪ : ৩০১৭৬.৮০

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
জুলাই ২০১৩ : ১২৩৮.৪৯
অর্থবছর ২০১২-১৩ : ১৪৪৬১.১৪
জুলাই ২০১৪ : ১৪৮২.৩৯
অর্থবছর ২০১৩-১৪ : ১৪২২৭.৮৪

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
মে ২০১৩ পর্যন্ত : ১১১৭.৩৮
মে ২০১৪ পর্যন্ত : ১২৩৮.৫৩

**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে; সা=সাময়িক*
উৎস: তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ১৯৬০ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, চট্টগ্রামের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের সুষ্ঠু পরিবেশে সুশিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের আবাসিক এলাকার একটি ডি-টাইপ ভবনে কিন্ডার গার্টেন হিসেবে গড়ে ওঠে। ১ জানুয়ারি ১৯৮২ হতে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা ১ জানুয়ারি ১৯৮৪ হতে ৯ম শ্রেণি খোলার অনুমতি প্রদান করলে বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়ের জন্য ১.৫১ একর জমি বরাদ্দ করা হয়। পাঁচতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে তৈরি করা হয় বর্তমান ভবন।

এই বিদ্যালয়টি চট্টগ্রাম জেলার স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক, সৃজনশীল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত। ম্যানেজিং কমিটির কৌশলী দিক নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, যুগোপযোগী পরামর্শ, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং স্কুলের শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত আছে। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধান শিক্ষক ও সচিবের দায়িত্বে আছেন নাসির উদ্দিন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও শুরু থেকে সর্বসাধারণের জন্যেও শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে দু'টি শাখা। প্রভাতী শাখা (প্রাথমিক) শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি ও দিবা শাখা (মাধ্যমিক) ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। দু'টি শাখা মিলে বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রী ১৫৫৫ জন এবং শিক্ষক-কর্মচারী ৪০ জন। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ বিদ্যালয় ষষ্ঠ স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে।

নিজস্ব জমিতে নির্মিত ভবনে প্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রয়েছে বিদ্যালয়টির। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত, স্বাস্থ্যকর, কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি এবং এখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল ও সময়নিষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্য সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। তাছাড়া মাসিক/অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার গড় ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আধুনিক যুগোপযোগী পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে (bbchs.tsmts.com)। বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীদের বেতন নির্ধারিত ব্যাংকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের 'চক্রেসো' এর মাধ্যমে নেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এটাই প্রত্যাশা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।